

## তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জবি শিক্ষিকা লাঞ্ছনার ঘটনায় বহিষ্কৃত দু'জনসহ ১৫ ছাত্র চিহ্নিত

বিষয়বিশেষ রিপোর্ট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকা লাঞ্ছিত করার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট বৃহস্পতিবার রাতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিরঞ্জন ইসলাম খানের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত দুই ছাত্র সহসভাবিধান বিভাগের মোঃ ইউনুস ও ইমরানকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া আরও ১৩ জনকে ঘটনার প্রত্যক্ষ সঙ্গোপাঙ্গী হিসেবে দায়ী করা চিহ্নিত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

### চিহ্নিত : জবি

(পঞ্চ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র।

রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত রাখতে ও শিকড়বন্দের অনাগ্রহ নিরোধের লক্ষ্যে চিহ্নিতদের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান জানান, অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, তদন্তের দ্বারা সব প্রকাশ করা যাবে না; উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান বলেন, রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে বৃহস্পতিবারও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পুরোপুরি অচল। শিক্ষিকা ক্যাম্পাসে আসেননি। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এসেছেন খুবই কম। তবে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা যজ্ঞরীতি ক্যাম্পাসে এসেছেন। ক্যাম্পাসের বিধি পর্যায়ে পুশিশ যোতায়েন ছিল।

৯ মার্চ বাংলা বিভাগের এক ছাত্রকে মারধর থেকে বাঁচানোর কারণে একই বিভাগের শিক্ষিকা মুলতানা খানকে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী লাঞ্ছিত করে। এর প্রতিবাদে ১০ মার্চ থেকে তারা হুসন বর্ডিন, কর্মবিরতি, কর্মদাখ্যাত ধারণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন। ঘটনার দিনই কলা অনুষদের তিন অধ্যাপক আখতারুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটি বহিষ্কৃত ছাত্র ইমরান ও ইউনুসকে দায়ী বলে উল্লেখ করেছে এবং সস্তীষ শাহসাত, শ্রাবণ, সুমন, সৌরভ, বিনয়, আবিদ, ফারুক, পাঙ্কু, মোহাম্মদ মোহাম্মদ, বিল্ব ও জসিমকে ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে চিহ্নিত করেছে।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতা জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে যে দু'জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে ইউনুসের সম্পৃক্ততা কম। দ' আদ্যাক্ষরের ছাত্রলীগের এক নেতাকে বাঁচানোর জন্য ইউনুসকে ফাঁসানো হয়েছে। সফটওয়্যার ও ঘটনার জন্য তদন্ত কমিটির এক প্রচারণাসী সদস্যকে দায়ী করেছেন।